Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থান

এবং

তাদের প্রতি দাওয়াহ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া নাসরিন

রোলঃ ২১৫০০৫৬৯


১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থান

## এবং

## তাদের প্রতি দাওয়াহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া নাসরিন

রোলঃ ২১৫০০৫৬৯

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং তাদের প্রতি দাওয়াহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া নাসরিন, আইডিঃ ২১৫০০৫৬৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<ins>তত্ত্বাবধায়নেঃ</ins>

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<ins>এক্সটারনালঃ</ins>

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং তাদের প্রতি দাওয়াহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

**সামিয়া নাসরিন**

আইডিঃ ২১৫০০৫৬৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| ভূমিকা | ৬ |
| খ্রিস্টধর্ম | ৬ |
| যীশু | ৬ |
| উদ্ভব (যিশুখ্রিস্টের জীবন) | ৬ |
| শাখা বা মণ্ডলী | ৭ |
| গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ধরণ | ৮ |
| বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের গোড়াপত্তন | ৮ |
| পর্তুগীজদের আগমন ও খ্রিস্টধর্মের বিস্তার | ৮ |
| বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা | ১০ |
| বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজের অবদান | ১০ |
| শিল্প ও সাহিত্যে | ১০ |
| স্বাধীনতা যুদ্ধে | ১১ |
| সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে | ১২ |
| শিক্ষা ক্ষেত্রে | ১২ |
| স্বাস্থ্য সেবা খাতে | ১৩ |
| সমবায় আন্দোলনে | ১৩ |
| বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহে | ১৪ |
| ব্যবসা-বাণিজ্যে | ১৪ |
| ক্রীড়া জগতে | ১৪ |
| খ্রিস্টান মিশনারির কারা? | ১৫ |
| বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীর আগমন | ১৫ |
| বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীর অপতৎপরতা | ১৪ |
| খ্রিস্টানদের প্রতি দাওয়াহ | ২২ |
| **কথোপকথন : ১** | ২২ |
| বিষয়: খ্রিস্ট ধর্মের পরিচয় | ২২ |
| **কথোপকথন : ২** | ২৫ |
| বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য | ২৫ |
| **কথোপকথন : ৩** | ২৬ |

| **বিষয়বস্তু** | **পৃষ্ঠা সংখ্যা** |
|---|---|
| বিষয়: বাইবেলের পরিচয় | ২৬ |
| **কথোপকথন : ৪** | ৩১ |
| যিশু খ্রিস্টের পরিচয় | ৩১ |
| **কথোপকথন : ৫** | ৩৪ |
| বিষয়: যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন | ৩৪ |
| **কথোপকথন :৬** | ৩৫ |
| বিষয়: কুরআন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে | ৩৫ |
| **কথোপকথন : ৭** | ৩৮ |
| বিষয়: বাইবেলে মুহাম্মাদ (স:) | ৩৮ |
| **কথোপকথন : ৮** | ৪১ |
| বিষয়: বাইবেলে রবের পরিচয় | ৪১ |
| **কথোপকথন :৯** | ৪৪ |
| বিষয়: ত্রিনিটির পরিচয় | ৪৪ |
| **কথোপকথন : ১০** | ৪৬ |
| বিষয় : ত্রিনিটির অসারতা | ৪৬ |
| **কথোপকথন : ১১** | ৪৭ |
| বিষয় : বাইবেলে ত্রিনিটির প্রমাণ | ৪৭ |
| **কথোপকথন : ১২** | ৫০ |
| বিষয় : যীশুকে কি ক্রুশবিদ্ধ করা হয়? | ৫০ |
| গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ: | ৫৪ |
| উপসংহার | ৫৬ |
| তথ্যসূত্র | ৫৭ |

# ভূমিকা

## খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্ম একটি আব্রাহামীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম যা নাসরতীয় যীশুর জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়। অনুসারীর সংখ্যা অনুযায়ী এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম; এর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ২৫০ কোটি। এর অনুসারীগণদের খ্রিস্টান বলে। এরা ১৫৭টি দেশ ও অঞ্চলের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী এবং তারা বিশ্বাস করে যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যাঁর মসীহ বা খ্রীষ্ট হিসেবে আগমনের ব্যাপারে হিব্রু বাইবেল বা পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং নতুন নিয়মে তা বিবৃত হয়েছে।

## যীশু

যীশু,যিনি নাসরতীয় যীশু বা যীশু খ্রীষ্ট নামেও পরিচিত, ছিলেন প্রথম শতাব্দীর একজন যিহূদী ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় নেতা। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টানদের সাধারণ ধর্মমত অনুসারে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি পরিচর্যা, দুঃখভোগ ও ক্রুশারোপিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, যা বাইবেলে সুসমাচার তথা “সুখবর” বলে অবিহিত হয়েছে। সাধু মথি, মার্ক, লূক ও যোহন লিখিত চারটি ধর্মসম্মত সুসমাচারের পাশাপাশি এর পটভূমি হিসেবে ইহুদি পুরাতন নিয়ম হল যীশুর জীবন ও শিক্ষার বিবরণী।

## উদ্ভব (যিশুখ্রিস্টের জীবন)

মধ্যপ্রাচ্যের (বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের উত্তরভাগে অবস্থিত) ঐতিহাসিক গালীল অঞ্চলের নাসরত শহর থেকে আগত ইহুদি বংশোদ্ভূত ধর্মীয় নেতা যিশুখ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় ১ম শতকে ধর্মটির উৎপত্তি হয়। ঐতিহাসিকভাবে

নাসরতের যিশু খ্রিস্টীয় ১ম শতকের প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশ যিহূদিয়াতে (ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চলের পার্বত্য দক্ষিণাংশ) বসবাসকারী একজন ধর্মপ্রচারক ও নৈতিক শিক্ষক ছিলেন। যিশুর পালক বাবা যোসেফ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। কিন্তু যিশুর অনুসারীরা অর্থাৎ খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করেন যে যিশু স্বয়ং ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান। খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারতেন, এমনকি মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন। এসব অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের প্রেক্ষিতে যিশুকে ইহুদিদের রাজা হিসেবে দাবী করা হয়। এই উপাধি ব্যবহার ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবী করার দোষে জেরুসালেমের ইহুদি নেতাদের নির্দেশে যিশুকে জেরুসালেমে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহুদিদের সর্বোচ্চ আদালতে তার বিচার হয় ও ইহুদিরা যিহূদিয়ার স্থানীয় রোমান প্রশাসক পোন্তিউস পীলাতকে অনুরোধ করে যেন যিশুকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়। পীলাত প্রথমে যিশুকে নিরপরাধ গণ্য করলেও পরবর্তীতে যাজকদের প্ররোচণায় উন্মত্ত ইহুদি জনতার ইচ্ছাপূরণ করতে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করান।

## শাখা বা মণ্ডলী

বর্তমান যুগে খ্রিস্টধর্ম বেশ কিছু শাখা বা মণ্ডলীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে ৫টি প্রধান শাখা হল

- রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী (১৩০ কোটি অনুসারী)
- প্রতিবাদী মণ্ডলী (৯২ কোটি অনুসারী)
- , পূর্বদেশীয় সনাতনপন্থী মণ্ডলী (২৭ কোটি অনুসারী)
- প্রাচ্যদেশীয় সনাতনপন্থী মণ্ডলী (৮ কোটি অনুসারী) এবং
- ইঙ্গ (অ্যাংলিকান) মণ্ডলী (৮৫ লক্ষ)।

এদের বাইরেও বিশ্বের সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন মতের অনেক মণ্ডলী রয়েছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ধরণ

গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাস,সংস্কৃতি, অবদান এবং খ্রিস্টান মিশনারীর অপতৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা। এই গবেষণায় মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন জার্নাল, ওয়েবসাইট,গবেষকদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে।

## বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের গোড়াপত্তন

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যীশু খ্রিস্টের ১২ জন শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং ৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদ হন। এ সময়ের মধ্যে তিনি স্থানীয় কিছু ইহুদী, অগ্নিউপাসক ও সনাতনধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৭টি গির্জা স্থাপন করেন বলেও জানা যায়।

## পর্তুগীজদের আগমন ও খ্রিস্টধর্মের বিস্তার

ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পর্তুগীজ আধিপত্যের গোড়াপত্তন করেন। পর্তুগীজ বসতিস্থাপনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা বর্তমান ভারতের হুগলীর নিকটবর্তী সাতগাঁও ও চট্টগ্রামে বসবাস ও শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমোদন লাভ করেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর তাঁদেরকে বঙ্গদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজ বসবাসকারীরাই হলেন বাংলার প্রথম খ্রিস্টান, প্রথম দেশীয় খ্রিস্টানরা হলেন তাদের বংশধর এবং পরবর্তীতে ধর্মানন্তকরণের মাধ্যমে খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ক্যাথলিক মন্ডলীর বয়সকাল ৪০০ বৎসরেরও অধিক। অপরদিকে প্রটেস্ট্যান্টমন্ডলী সমূহের বয়স ২০০ বৎসরেরও কিছু বেশী সময়কাল।

বাংলাদেশের বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অনর্ত্মগত চান্দিকান বা ঈশ্বরীপুরে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়, যার নাম ‘ÔHoly Name of Jesus’. ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে জুন দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মিত হয় চট্টগ্রামে যার নাম 'ÔSaint John the Baptist Church’ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম পর্তুগীজ আগষ্টিনিয়ান পুরোহিতগণ খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরম্ন করেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নারিন্দায় একটি গির্জা নির্মিত হয় যার নাম রাখা হয় 'ÔChurch of the Assumption’ ঢাকার ঐতিহাসিক তেজগাঁও গির্জা ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এছাড়া বর্তমান গাজীপুর জেলার নাগরীতে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকার নবাবগঞ্জের হাসনাবাদে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং বরিশালের পাদ্রীশিবপুরে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি করে গির্জা নির্মিত হয়েছিল।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাদেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ভিত্ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন। ১৬৬৩-১৮৩৪ সাল পর্যনত্ম বঙ্গদেশে খ্রিস্ট ধর্মের উলেস্নখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার ঈশ্বরীপুরে জেটুইট মিশনারীদের দ্বারা নির্মিত প্রথম গির্জাটির ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান আছে।

বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মিশনারী মনীষীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর নাম ড. উইলিয়াম কেরী। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবৈতনিক দৈনিক পাঠশালা খুলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের জন্য মদনাবটিতে ১টি ও রামপাল দীঘিতে ১টি কলেজ স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের গদ্য অনুবাদ করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম বাংলায় অনুবাদ করেন ও তা মুদ্রণ করেন।

ড. কেরী ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একখান ছাপাখানা স্থাপন করেন ও ছাপার মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি শ্রীরামপুরে একটি কলেজও স্থাপন করেন। তাঁর

কর্মজীবন অবিভক্ত ভারতে খ্রিস্টধর্মের আলো প্রবর্তনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ড. কেরী ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট মন্ডলীর একজন নিবেদতি প্রাণ প্রচারক।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে Baptist Missionary Society (British), ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে Church Missionary Society (British), ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে Council for World Mission (British Pressbyterian) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর প্রটেস্ট্যান্ট মন্ডলী সমূহের উলেস্নখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

## বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা

বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫ লক্ষাধিক হবে। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আমাদের এ ভূখন্ডে ক্যাথলিক খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ছিলো ১৪১২০ জন, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ জন। ক্যাথলিক চার্চ বা ধর্মপলস্নী ৯৪ টি, উপ-ধর্মপলস্নী ৪৩ টি, বিশপ ৯ জন, পুরোহিত ৩৫৬ জন, ব্রাদার ১০১ জন, সিস্টার ১০৬১ জন রয়েছে বলে জানা যায়। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার। খ্রিস্টান জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৯৫ শতাংশের অধিক। খ্রিস্টান জনগণের প্রায় ৬০ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ভুক্ত।

## বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজের অবদান

### শিল্প ও সাহিত্যে

বাংলা সাহিত্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান গরম্নত্বপূর্ণ। পর্তুগীজ ফাদার মানুয়েল দ্যা এসামপস্ কৃপা শাস্ত্রের অর্থবেদ রচনা করেন, যা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিস্বনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। তিনি ৪০ পাতার বাংলা ব্যাকরণ বই; ৫২৯ পাতার বাংলা-পর্তুগীজ,পর্তুগীজ-বাংলা অভিধান রচনা করেছিলেন। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী, উইলিয়াম কেরী ইংরেজী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, বিভিন্ন প্রকার বই এবং অভিধান রচনা করেছিলেন

বাংলায়। তিনি বাংলা মুদ্রণ হরফ তৈরী করে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ করেন। বর্তমান সময়ে ফাদার মারিনো রিগন এবং সিলভানো গ্যারিলো বিভিন্ন প্রকার বই-এর অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রাখছেন। এছাড়াও বিভিন্ন খ্রিস্টান লেখক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন। স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক প্রয়াত সমর দাস, একুশে পদক প্রাপ্ত প্রয়াত ওস্থাদ পি.সি. গমেজ, বর্তমান সময়ে কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর, যোসেফ কমল রড্রিঙ্, অনিমা মুক্তি গমেজ, অনিমা ডি' কস্থা, আইরিন সাহা, গীটার শিল্পী কিশোর ছেড়াও, গীতিকার লিটন অধিকারী রিন্টুসহ আরও অনেকে অবদান রেখেছেন এবং এখনও রেখে চলেছেন। জাতীয় পর্যায়ে অভিনয়ে পিটার গমেজ (জাম্বু), জন মার্টিন ডি' রোজারিও, টনি ডায়েস-এর নাম উলেস্নখযোগ্য।

## স্বাধীনতা যুদ্ধে

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে খ্রিস্টান জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কয়েকজন পুরোহিতসহ অনেক খ্রিস্টভক্ত শহীদ হয়েছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম-শহীদ ফাদার মারিও ভেরনিসি (ইতালিয়ান),শহীদ ফাদার লুকাস মারান্ডী, শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স(আমেরিকান), শহীদ সিস্টার ইন্মানুয়েল,শহীদ পল স্বপন কুমার বিশ্বাস, শহীদ প্রকাশ বিশ্বাস, শহীদ অনিল সরদার,শহীদ ফুলকুমারী তরফদার,শহীদ মগদেলিনা তরফদার, শহীদ পবিত্র বিশ্বাস, শহীদ অনিল মন্দা, শহীদ পরিমল দ্রং, শহীদ আরং রিছিল, শহীদ হিউর্বাট অনিল সুমনিত্ম, শহীদ পরেশ চন্দ্র গাইন, শহীদ টমাস আশীষ ব্যাপারী, শহীদ আনত্মনী পিউরীফিকেশন, শহীদ আগষ্টিন পেরেরা, শহীদ রবি ডি কস্থা, শহীদ রেজিনাল্ড গমেজ, শহীদ অনীল কস্থা, শহীদ সুভাষ বিশ্বাস, শহীদ খোকন সলোমন পিউরীফিকেশন, শহীদ খ্রীস্টফার ডি' সিলভা ও নাম না জানা আরো অনেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রামগুলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে ভবরপাড়া ক্যাথলিক চার্চের আসবাবপত্র-সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। তৎকালিন ফাদার এবং পরবর্তীতে বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ অস্থায়ী সরকার গঠনে সহায়তা করেছিলেন। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী, সুরকার সমর দাস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত ও উদীপ্ত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ গড়ার কাজে খ্রিস্টান সমাজ গুরম্নত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

## সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে

সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা উলেস্নখযোগ্য। মিশনারীজ অব চ্যারিটিসহ বিভিন্ন চার্চের সেবাধর্মী প্রকল্পগুলো দেশের মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন, পুনঃর্বাসন, কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতে কাজ করছে কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সিসিডিবিসহ আরও অনেক বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং মানবাধিকার আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম সিএসসি, ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি ও কারিতাস বাংলাদেশ গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

## শিক্ষা ক্ষেত্রে

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের অবদান তাঁরার মতই। খ্রিস্টান মিশানারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের আপামর জনগনের ভূয়সী প্রশংসা এবং আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ঢাকার নটরডেম কলেজ, হলিক্রশ কলেজ, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলসহ দেশের বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চলে পরিচালিত মিশনারী স্কুলগুলো অত্যনত্ম মানসম্মত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও

ওয়াইডবিস্লউসিএ স্কুল এন্ড কলেজসহ খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সুনামের সাথে  শিক্ষা সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

## স্বাস্থ্য সেবা খাতে

স্বাস্থ্য সেবা খাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান উলেস্নখযোগ্য। নার্সিং সেবায় বাংলাদেশে খ্রিস্টান মেয়েরা অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে বর্তমানে এ পেশায় গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি হাসপাতাল; যদিও বর্তমানে তা আর খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত নয়। চন্দ্রঘোনা, মালুমঘাট, রাজশাহী, হালুয়াঘাট, পূবাইলের করমতলাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালগুলো মানসম্মত ও নির্ভেজাল সেবা প্রদান করছে দেশের আপামর জনগণকে।

## সমবায় আন্দোলনে

সমবায়ের অগ্রগতিতে খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা অত্যনত্ম প্রশংসনীয়। দেশের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলো গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা দেশের একটি বৃহৎ সমবায় সমিতি হিসেবে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। এই সমিতির উদ্যোগে এবং এর শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাল্ব বর্তমানে বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে দি এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ সোসাইটিস ইন বাংলাদেশ গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে আরও বেশী ভূমিকা রাখা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

## বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহে

বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহেও বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন দেশে প্রেরণ করছেন প্রতিবৎসর, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখছে।

## ব্যবসা-বাণিজ্যে

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও খ্রিস্টান সমাজের অবদান একেবারে কম নয়। প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী, প্রয়াত যোসেফ লরেন্স মেন্ডিস্, প্রয়াত খ্রিস্টফার গমেজ, মিঃ স্টিফেন গমেজ, এনস্শেম এ. কুইয়া দীর্ঘদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বাংলাদেশের ব্যবসা জগতে অবদান রেখেছেন। বর্তমান সময়েও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন এগিয়ে যাচ্ছেন এবং ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছেন।

## ক্রীড়া জগতে

ক্রীড়া জগতে জাতীয় পর্যায়ে যে সকল খ্রিস্টান খেলোয়ার বা ক্রীড়াবিদ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে- প্রয়াত চিহ্লা মং চৌধুরী মারী, প্রয়াত লিও ছেড়াও, প্রয়াত ইউজিন গমেজ, প্রয়াত দেবীনাশ সাংমা, রেমন্ড হালদার, মিস্ ডলি ক্রুশ, মিউরেল গমেজ-এর নাম বিশেষ ভাবে উলেস্নখযোগ্য।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ খ্রীষ্টমন্ডলী - যেরোম ডি' কস্থা, বাংলার চার্চের ইতিহাস- ডেনিস দীলিপ দত্ত, বাংলাদেশ আদমশুমারি-২০০১, ওয়ার্ল্ড খ্রিষ্টিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়া ও দি ক্যাথলিক ডিরেক্টরি অব বাংলাদেশ-২০১১।

## খ্রিস্টান মিশনারির কারা?

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ্ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

## বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীর আগমন

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে

১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, “প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে

এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান) বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

## বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীর অপতৎপরতা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীরা সেবা প্রদানের নামে ঘাটি পেতেছে। এর আড়ালে তারা গ্রামাঞ্চলের সহজ সরল ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তার লোভ দেখিয়ে ছলেবলে ও নানা কৌশলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করছে। এমনই কিছু এন.জি.ও এবং বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো–

**১. যেসব এন.জি.ও সেবার নামে ধর্ম প্রচার করছে:** (১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

**এদের কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–**

**চার্চ অফ বাংলাদেশ**

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও "মৌলবাদী এনজিও", ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০03 সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

**সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট**

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

**হিড বাংলাদেশ**

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

**২.প্রকাশনায় অপকৌশল:**

- মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত।

কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

- খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।
- খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ

উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

- সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় "পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা" এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

- ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ'র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের)

লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

**৩.প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল:**

**নকল ইমাম তৈরি**

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে "জবাজ" নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

**ইসলামী নাম ধারণ**

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

**যুবতী প্রচারক**

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী

জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

**৪.এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ:**

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

- চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।
- দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।
- খুলনা ধর্মপ্রদেশ।
- ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

# খ্রিস্টানদের প্রতি দাওয়াহ

## কথোপকথন : ১

## বিষয়: খ্রিস্ট ধর্মের পরিচয়

**আব্দুল্লাহঃ** খ্রিস্টধর্মের উৎস কি?

**ফেলিক্স:** যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস ও জীবনাচার থেকে এর উৎপত্তি।

**আব্দুল্লাহঃ** কিন্তু ভাই,যীশুখ্রিস্টের বিশ্বাস ও জীবনাচারের সাথে তো বর্তমান খ্রিস্টধর্মের কোন মিল নেই।

**ফেলিক্স:** তাহলে বর্তমান খ্রিস্টধর্মে কার বিশ্বাস ও কর্ম পালিত হচ্ছে?

**আব্দুল্লাহঃ** ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই

পৌল নামক সাধু এবং যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রির পরিবর্তন করা বিশ্বাস ও কর্ম পালিত হচ্ছে বর্তমান খ্রিস্টধর্মে।

এ বিষয়টি কার্ডিনাল ড্যানিয়েল(১৯৬৭) সহ অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, যীশুর চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দিতীয় ভাগ পর্যন্ত যীশুর খ্রীষ্টধর্ম ও পলের খ্রিস্টধর্মের মাঝে প্রচুর বিবাদ ও সংঘর্ষ চলছিল।

অতঃপর যীশুর ধর্ম বিলীন হয়ে পলের ধর্ম বিজয়ী হয়।

**ফেলিক্স:** বাইবেলে আছে, সেন্ট পোল তো যীশু খ্রিষ্টকেই সমর্থণ করতেন।

**আব্দুল্লাহঃ** পলের পরিচয় সম্পর্কে আপনি জানেন কি?

**ফেলিক্স:** জ্বি , তার আসল নাম শোল। সে ছিল যিশুর ঘোর বিরোধী, এবং খ্রিষ্টানদের উপড় নিপীড়ন চালাতো।

কিন্তু এর পর সে যিশুর বিশ্বাসী হয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

**আব্দুল্লাহ**: যিশুর বিশ্বাসী হওয়া'টি ছিল তার একটি প্রতারণা। আসলে সে যীশুর ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রতারিত করতেই এ ঘোষণা দেয় ।

**ফেলিক্স:** কিভাবে?

**আব্দুল্লাহঃ** যখন সে দেখল নিপীড়ন সত্ত্বেও খ্রিস্টানরা স্বধর্মে অটল, তখন সে পরিকল্পনা করে যে, খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা গুলোকে পরিবর্তন করে দিতে হবে। আর নিজেকে সাধুর পরিচয় দিয়ে লোকদের তার ভক্ত বানিয়ে এ কাজটি করা খুবই সহজ।

**ফেলিক্স:** সাধু পল অলৌককভাবে যীশু খ্রীষ্টের দারাই যীশুর প্রচারকার্যের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তা বাইবেলে সুস্পষ্ট লিখিত আছে!

**আব্দুল্লাহঃ** সে নিজেই স্বীকার করেছে যে সে একজন মিথ্যাবাদী, রোমান 3/7 যদি আমার মিথ্যায় ঈশ্বরের সত্য, তাহার গৌরব্ উপচে পড়ে....

সে স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে সে কারোর শিক্ষায় নয় বরং নিজের থেকে ইঞ্জিল রচনা করেছে' 2তিমথিও 2/8, গালাতিও **১/১১**

কাহিনীটির দুটি বর্ননায় দুই রকম কথা বলেছে সে, এবং বাইবেলে তার ব্যাপ্টিস্ট হওয়ার গল্পটিও প্রমাণ করে যে সে মিথ্যাবাদী

কারণ এতে বৈপরীত্য আছে -

১. মথি ২৭/৪৫ পরে বেলা ছয়টা হতে নয়টা। আর ৯ ঘটিকার সময় যিশু উচ্চ রবে চিৎকার করে ডেকে বললেন।

২. মথি ২৭/৪৫( কিতাবুল মুকাদ্দাস) সেদিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার রহিল। প্রায় তিনটার সময় চিৎকার করে বললেন।

**ফেলিক্স:** যীশু খ্রীষ্ট ও পলের মূল শিক্ষার মধ্যে কি পার্থক্য?

**আব্দুল্লাহ:** পলের শিক্ষা বিশ্বাসেই মুক্তি, ধর্ম বা শরীয়ত পালনকারী অভিশপ্ত;

গালাতিও ২/১৬, রোমিও ১০/১০,৩/২৮

যিশুর শিক্ষা ' সামান্য শরীয়ত বা ধর্ম পালন লঙ্ঘন করলে জান্নাত মিলবে না; মথি ৫/১৭-২০, ৭/২৪,১৯/১৬, lukr১৮/১৮

তারমানে ভাই আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি বর্তমানে যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

## কথোপকথন : ২

## বিষয়: খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য

**আব্দুল্লাহ:** ভাই আপনি কি জানেন যীশু খ্রিস্টের ধর্ম কি ছিল?

**ফেলিক্স :** তিনি খ্রিস্টান ছিলেন!

**আব্দুল্লাহ:** তিনি ছিলেন একজন মুসলিম । কারণ যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু বর্তমান খ্রিস্ট ধর্মের সাথে তার কোনই মিল নেই।

**ফেলিক্স:** বর্তমান ইসলামের সাথে যিশুখ্রিস্টের কি সাদৃশ্য রয়েছে?

**আব্দুল্লাহ:** তিনি এক ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন (deu ৬/৪,৪/৩৫, ইসায়া ৪৩/১০)।

নিজেকেও নবী বলে পরিচিয় দিতেন। মুসলিমদের মত আসসালামু আলাইকুম বলে একই ভাবে শুভেচ্ছা জানাতেন- জন২২/১৯ , তিনি অজু করতেন এক্সোডাস ৪০/৩০, তিনি সিজদা করতেন- মথি ২৬/৩৯, জশুয়া ৫/১৪, জেনেসিস ১৭)৩,

**ফেলিক্স:** যীশু খ্রীষ্টের ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের আর কি কি বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে?

**আব্দুল্লাহ:** খ্রিস্টধর্মে শিরিক ও মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে- হেফ্রডাস ২০/৩-৫, ডিউ; ৫/৭৯, রোজার নির্দেশ রয়েছে মথি ১৭/২১, মার্ক, স্বয়ং যিশু ৪০ দিন রোযা রাখেন:৯/২৯, মথি ৪/২

## কথোপকথন : ৩

## বিষয়: বাইবেলের পরিচয়

**আব্দুল্লাহ:** প্রিয় ভাই, খ্রিস্টানদের

ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই আপনার সাথে।

**ফেলিক্স :** নিশ্চই, আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্পর্কে!

**আব্দুল্লাহ:** জি,বাইবেলকে কি কারনে ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস করা হয় বলবেন কি?

**ফেলিক্স :** কারণ এটি ঈশ্বরের বাণী।

**আব্দুল্লাহ:** কিছু মনে না করলে বলি, গবেষকদের থেকে বাইবেল সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানতে পারি তা হল–

বাইবেলে অল্পকিছু ঈশ্বরের বাণী ও কিছু নবীদের বাণী রয়েছে, এছাড়া বাইবেলের সমস্ত পুস্তকই ঐতিহাসিকদের লিখিত।

**ফেলিক্স :** এর প্রমাণ কি?

**আব্দুল্লাহ:** শিকাগো বাইবেল ইনস্টিটিউটের একজন গবেষক 'ডঃ ডাব্লিউ গ্রাহাম স্কগি' কে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাইবেল ঈশ্বরের বাণী কিনা?

তিনি উত্তরে বলেন -

বাইবেল মানুষের রচিত গ্রন্থ। সম্পুর্ন বাইবেলের একটা পুস্তককেও সম্পুর্ন আল্লাহর বানী বলে আজ পর্যন্ত এর কোনও খ্রিস্টিয়ান প্রমান করতে পারেনি।

**ফেলিক্স :** কিন্তু খ্রিস্টধর্ম মতে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী বলেই বিশ্বাস করা উচিত।

**আব্দুল্লাহ:** এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে কি?

**ফেলিক্স :** আমরা জানি মুসা আলাইস সালামের উপর যে ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বর নাযিল করেছিলেন তার নাম তাওরাত আর ঠিক বর্তমানেও বাইবেলের old testament এর প্রথম ৫ টিকে তাওয়ার্ত বলা হয়।

তার মানে ঈশ্বরের গ্রন্থ তোরাহ এখনো বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে।

**আব্দুল্লাহ:** বাইবেলের তুরাহ ঈশ্বরের নাযিলকৃত তাওরাত নয়,

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি–

এতে মোজেজ এর মৃত্যুর বর্ণনাও লিখা রয়েছে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির জীবনী লিখে থাকি। তাছাড়া যিশুর চলে যাওয়ার পর থেকে তিনশ পঁচিশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচুর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল হিসেবে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টানদের কিছু সম্মেলন করা হয় এবং সেগুলোতে নির্ণয় করা হয় কোন গ্রন্থগুলোকে গ্রহণ করা হবে এবং কোনগুলোকে বাতিল করা হবে। আর তখনো কেউ একমত হতে পারেনি যে কোন গ্রন্থগুলোতে আল্লাহর কালাম বলে ধরে নেয়া উচিত এ নিয়ে তাদের মাঝে বিভক্তিও ঘটে।

তুরাহের মত অজ্ঞতা বশত অনেকে যুক্তিহীন ভাবে শ্যামকে যাবুর বলে থাকে অথচ অনেক খ্রিস্টানরাও যুক্তির আলোকে সাম কিতাবটিকে আল্লাহ তাআলার বাণী বা প্রেরিত দাউদ আঃএর রচনা বলে জোরালো দাবী করতে ব্যার্থ হয়। আশা করি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন। যুগ যুগ ধরে কিছুগ্রন্থকে ও একই ধর্মীয় লোকেরা জাল এবং ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে।

**ফেলিক্স :** অবশ্যই, আপনার কথায় যুক্তি রয়েছে।

**আব্দুল্লাহ:** বাইবেলের কোন পুস্তকগুলোকে ইঞ্জিল বলা হয়?

**ফেলিক্স :** নতুন নিওমের ২৭ টি পুস্তিকাকে ইঞ্জিল বলা হয়।

**আব্দুল্লাহ:** এটি আমাদের সম্পূর্ন অযৌক্তিক ধারনা। নতুন নিওমের পাঠকারীরা অবশ্যই জানেন,প্রতিটি গ্রন্থ যিশু অর্থাৎ ইসা আ এর মৃত্যুর পর লিখিত।

প্রমাণ- এগুলোতে লেখকের নাম এবং যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ও বেচে ফেরার গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, তাওরাতের মতো নতুন নিয়মের ব্যাপারেও একই কথা। বর্তমানে কয়টি নতুন নিয়মের পুস্তক?

**ফেলিক্স :** ২৭

**আব্দুল্লাহ:** প্রাচীন কালে নতুন নিয়ম ছিল ৪০ টি পুষ্টক। তো সেসব আল্লাহর কালাম কে বাদ দেয়া হল কেনো?

**ফেলিক্স:** সেগুলো হয়ত সত্যিই জাল ছিল।

**আব্দুল্লাহ:** তবে সমস্যা হল, বর্তমানে কাথলিকদের old testament ৪৬ টি, অর্থডক্স দের ৫১ ও প্রটেসটেন্ট দের কাছ ৩৯ টি। তারা এখনো পর্যন্ত সে ৭ টিকে জাল বলে যে ৭ টি কাথলিকরা আল্লাহর কালাম ভাবছে! কাদের টা সঠিক। এগুলো কি জাল না ইশ্বরের বাণী?

ঐতিহাসিকরা মাত্র কিছু বাক্য ঈশ্বর ও যিশুর জবান থেকে লিখেছেন,যেমন –

যীশু বলেন: আমাদের ও তোমাদের ঈশ্বর এক...

**ফেলিক্স:** এর মানে কি ঈশ্বরের বাণী আজ আমি হুবহু সংরক্ষিত নেই?

**ফেলিক্স:** কিন্তু বাইবেলে রয়েছে অনেক সুশিক্ষা।

**আব্দুল্লাহ:** মানুষ বাইবেল বিকৃত

করায় আল্লাহ সর্বশেষ টেস্টামেন্ট গ্রন্থ আল-কুরআন দিয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য। এবং যুগোপযোগী সমস্ত সুশিক্ষা কেই এর মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

**ফেলিক্স:** তবুও...

আব্দুল্লাহ:আপনিকি বিশ্বাস করেন যে ক্ষমতাময় ঈশ্বরের গ্রন্থে ভূল থাকতে পারে?

**ফেলিক্স:** না

**আব্দুল্লাহ:**কিন্তু ' ঈশ্বরের গ্রন্থ বলে পরিচিত পূর্বেকার গ্রন্থগুলোতে ৫০.০০০ এর বেশি ভুল পাওয়া যায় এবং এগুলোতে পর্নোগ্রাফির মত অশ্লীলতা রয়েছে যা কখনো ইশ্বর প্রদত্ত গ্রন্থে থাকতে পারে না।

**ফেলিক্স:** ধর্মীয় গ্রন্থে ভুল থাকবে কেন?

**আব্দুল্লাহঃ** আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি বাইবেল থেকে?

**ফেলিক্স:** করুণ,

**আব্দুল্লাহঃ** বাইবেল অনুযায়ী আদম কতো বছর বেছে ছিলেন?

**ফেলিক্স:** জেনেসিস ২/১৭ ; যে দিন ফল খাবে সেদিনই মারা যাওয়ার কথা।

**আব্দুল্লাহঃ** কিন্তু জেনেসিস ৫/৫ এ বলা আছে তিনি ফল খাওয়ার পর ৯৩০ বছরের বৃদ্ধ হাওয়া পর্যন্ত বেচেছিলেন। কোনটা বিশ্বাস করা উচিৎ? আপনার সময় থাকলে আমি এমন ২৪ টারও বেশি আয়াতের বৈচিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারি। যেগুলোর একটিকে বিশ্বাস করলে অপরটিকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়।

**ফেলিক্স:** আসলেই দুঃখিত

**আব্দুল্লাহঃ** ভাই কখনও কি দেখেছেন বা শুনেছেন বাস্তব পৃথিবীতে এক শিংওয়ালা ঘোড়া থাকে?

**ফেলিক্স:** না, এটি সুধু রূপকথায়।

**আব্দুল্লাহঃ** আর মহা ধর্মগ্রন্থ ঠিক এমনটিই বলে আইসায়া ৩৪/৭ এ।

**ফেলিক্স:** তাইতো!

**আব্দুল্লাহঃ** অসংখ্য অগণিত বৈজ্ঞানিক ভুলে পূর্ন বাইবেল। আরো ১৭ টি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে পারি যা বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধির কাছে হাস্যকর।

**ফেলিক্স:** অনেক আগের দিনের বিশ্বাস...।

**আব্দুল্লাহঃ** অবিচার অন্যায়ের শিক্ষাও কিন্তু রয়েছে বাইবেলে, যোশেয়র পুস্তক (১৩/১৬)- সমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে স্বাক্ষঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খন্ড খন্ড করা হইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা হইবে।

**ফেলিক্স:** হু,নিঃসন্দেহে এটি অবিচার ।

**আব্দুল্লাহঃ** ভাই শুধুমাএ একটি সূত্র নিয়ে মন্তব্য করছিনা। বৈজ্ঞানিক ভুল, বৈপরীত্য, অশ্লীলতা ও অবিচারের প্রচুসংখ্যক বর্ণনা আছে বাইবেলে

**ফেলিক্স:** জী, আমরা স্বীকার করি...

**আব্দুল্লাহঃ** তবুও কেন নিভুল কুরআন কে রেখে বাইবেল প্রচারে ব্যাস্ত !!! ধর্ম তো রেওয়াজ নয় বরং ঈশ্বরের কাছে মুক্তির পথ। তাই সত্যকে চিনার পর অবহেলা না করে গ্রহণ করা উচিৎ ঠিক কি না ভাই?

**ফেলিক্স:** জী। কুরআন যে আল্লাহর সত্য বাণী এর প্রমাণ কি?

**আব্দুল্লাহঃ** এটি স্পষ্ট এক মুজেজা।

এর মাঝে কোন বৈপরীত্য, ভুল অশ্লীলতা ও অবিচারের শিক্ষা নেই, এমনকি ইসলামের শত্রুরা পর্যন্ত এর সত্যায়ন করে যেমন ইসলামের করা সমালোচক উইলিয়াম মূর বলেছেন; আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা ১২০০ বছর ধরে পবিত্র কুরআনের মতো বিশুদ্ধতা তখন রাখতে পেরেছে'।

কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটিকে হুবহু সংরক্ষণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কারোর এ কথা বলার সুযোগ নেই মুহাম্মদ সা থেকে আজ পর্যন্ত কোন এক সময়ে তাঁর একটি মাত্র শব্দ বিকৃত হয়েছিল।

**ফেলিক্স:** তবুও আমি বাইবেলে বিশ্বাসী।

**আব্দুল্লাহঃ** ভাই, তাহলে আপনাকে বাইবেলের একটি শ্লোক থেকেই প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সত্য বিশ্বাসী

**ফেলিক্স:**কি সেটা?

**আব্দুল্লাহঃ** মার্ক ১৬/১৭-১৮:

সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কিছু নিদর্শন থাকবে -

- তারা যিশুর নামে শয়তানকে তাড়াবে ।

- বিদেশি ভাষায় কথা বলবে।
- তারা হাত দিয়ে সাপ ধরবে।
- তারা বিষপান করবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।
- অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বাইবেলের সত্যিকার বিশ্বাসীই হতে পারে না।' আপনাকেও অনুরোধ জানাচ্ছি বাইবেলের সত্য বিশ্বাসী হয়ে থাকলে এ পাঁচটি নিদর্শনের থেকে অন্তত কোন একটি বাস্তবায়ন করে তা প্রমাণিত করুন।

## কথোপকথন : ৪

## যিশু খ্রিস্টের পরিচয়

আব্দুল্লাহ: আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু ঈশ্বর? নাকি যীশুকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত।

আব্দুল্লাহ: আপনি কি জানেন যে শুধুমাত্র একটি ধর্ম আছে যা বলে যে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল?

ফেলিক্স: না ,কোন ধর্ম সেটি?

আব্দুল্লাহ: একমাত্র ধর্ম যা বলে যে যীশুকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিত করেছিলেন তা হল ইসলাম। ইসলাম আরও বলে যে যীশু ছিলেন মশীহ, তিনি একজন কুমারী- মা-মেরির কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

ফেলিক্স: শুধু ইসলাম নয়, খ্রিস্টান ধর্মও বলে না যে যীশু ঈশ্বর।

আব্দুল্লাহ:খ্রিস্টানরা কি বলে না "ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা?

ফেলিক্স: হ্যাঁ আমরা বলি।

আব্দুল্লাহ:তাহলে তো দেখতে পাচ্ছেন যে খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, যীশু ঈশ্বর।

ফেলিক্স হ্যাঁ, এক অর্থে আমি মনে করি যীশু হলেন ঈশ্বর কারণ তিনি ট্রিনিটির অংশ।

আব্দুল্লাহ: ভাই আসেন আমরা ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি

আপনি কি একমত হবেন যে ঈশ্বর:

- সবকিছু দেখেন
- সবকিছু শোনে
- সবকিছু জানেন
- তার কোন শুরু নেই
- কোন শেষ নেই
- পুরুষ বা মহিলা নয়
- তিনি কোন সৃষ্টির মত নন
- তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান
- তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর প্রেম এবং তাঁর মহিমায় নিখুঁত।

ফেলিক্স: হ্যাঁ আমি এর সাথে একমত হতে পারি।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু যিশু এমন ছিলেন না।

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি ছিলেন।

আব্দুল্লাহ: উদাহরণস্বরূপ, আমরা একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সবকিছু জানেন।

যীশু কি সব জানতেন?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি জানতেন।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে, যখন যীশুকে "ঘণ্টা" অর্থাৎ বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন যীশু বলেছিলেন "সেই দিন বা ঘন্টা সম্পর্কে কেউ জানে না, এমনকি স্বর্গের ফেরেশতাও নয়, পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন। " [মথি 24:36]

এছাড়াও বাইবেলে, যীশু যখন একটি ডুমুর গাছ থেকে ফল নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন ফল ছিল না এবং তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। [মথি 21:18-22] তিনি যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি গাছের কাছে যাওয়ার আগেই আগেই জানতেন যে তাতে ফল নেই!

ফেলিক্স:কিন্তু যীশু অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ: তিনি কি তার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন?

ফেলিক্স:হ্যাঁ।

আব্দুল্লাহ:কিন্তু বাইবেলে যীশু বলেছেন 'নিজের থেকে, আমি কিছুই করতে পারি না।' এবং তিনি যখন অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তখন তিনি পিতার নামে করেছিলেন যাকে আমরা ঈশ্বর হিসাবে উল্লেখ করি।

ফেলিক্স: আমি এখনও ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করি।

আব্দুল্লাহ:ত্রিত্ব মানে যীশু ঈশ্বর। যীশু কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেননি?

ফেলিক্স: হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:প্রার্থনা কি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করার জন্য নয়?

ফেলিক্স:জি হ্যাঁ

আব্দুল্লাহ:যীশু যদি কারো কাছে সাহায্য চান, নিশ্চয় তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না। আমরা ইতিমধ্যেই একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ফেলিক্স: আচ্ছা আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

## কথোপকথন : ৫

## বিষয়: যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন

ফেলিক্স:আমি বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

আব্দুল্লাহ:অনেক লোককে বাইবেলে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছিল (লুক 3:38) এবং ডেভিড (2 স্যামুয়েল 7:14)। স্বয়ং যীশু, বাইবেলে বলেছেন "ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা কারণ তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" (ম্যাথিউ 5:9) বাইবেলে, অনেক ভাল লোককে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে এবং যীশু বাইবেলে যা বলেছেন তা থেকে, যে কোনও ভাল ব্যক্তি হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'।

আব্দুল্লাহ:যীশু আপনাকে কিভাবে প্রার্থনা করতে বলেছেন? তিনি কি "আমাদের স্বর্গের পিতা..." বলে প্রার্থনা করতে বলেননি? খ্রিস্টানরা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা কি বলে না, 'আমাদের স্বর্গের পিতা...'? খ্রিস্টধর্ম অনুসারে যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি "স্বর্গে যীশুর পিতা..." প্রার্থনা করতেন? না হয় তো এভাবে প্রার্থনার দ্বারা আপনিও ঈশ্বরের সন্তান

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

আব্দুল্লাহ:আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলতে পছন্দ করি না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি বলছেন যে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেন। আপনি এ সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স:হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আব্দুল্লাহ:হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সকলের ঈশ্বরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আপনার ধর্ম একটি প্রকাশিত ধর্ম। আপনি কি খুশি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

ফেলিক্স:হ্যাঁ আমি এতে খুশি।

## কথোপকথন :৬

## বিষয়: কুরআন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে

আব্দুল্লাহ:আমরা যদি যীশুর সময় জীবিত থাকতাম এবং আমরা না জানতাম যে তার পরিচয়, তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতাম যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং মশীহ ছিলেন?

ফেলিক্স:আমি নিশ্চিত নই।

আব্দুল্লাহ:এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি কি অলৌকিক কাজ করেননি?

ফেলিক্স:হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ:তিনি কি বলেননি যে আমি এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে করি?

তাই যীশু যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন তা লোকেদের জন্য প্রমাণ ছিল।

ফেলিক্স:জি

আব্দুল্লাহ:ঈসা মসিহের পর ঈশ্বর আরেকজন দূত পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ(সা.)কেও অলৌকিকতা দেয়া হয়েছিল।

ফেলিক্স: মুহাম্মদ (সা:) কি মানুষকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন? নাকি অন্ধ নিরাময় করতেন?

আব্দুল্লাহ:এসব অলৌকিকতা তাকে দেয়া হয়নি বরং নবী মুহাম্মদকে দেয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো মৃতদের জীবিত করার চেয়েও বড়, কারণ এই অলৌকিক ঘটনা আজও আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ। তুমি কি জানো এটা কি?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এটি একটি গ্রন্থ যার নাম কুরআন।

এই বইটি বিভিন্ন কারণে একটি অলৌকিক ব্যাপার। আপনি কি জানেন যে কিভাবে তা অলৌকিক?

ফেলিক্স:না

আব্দুল্লাহ:এর কিছু অলৌকিক দিক হলো;

1. বৈজ্ঞানিক তথ্য:

এটিতে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ:

• ভ্রূণবিদ্যা (কোরআন 23:12-14)

বিগ ব্যাং থিওরি ("অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক একত্রিত টুকরো হিসাবে ছিল, তারপর আমরা তাদের বিভক্ত করেছি?" (21:30))

• সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব

• পাহাড় নির্মাণ

• ত্বকে জ্বালাপোড়ার জন্য ব্যথা রিসেপ্টর

• তারার অবস্থান।

• পানি চক্র

— এছাড়াও, এটি এমন কোন একক বিবৃতি ধারণ করে না যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতা করে।

2. মুহাম্মাদ সা: ছিলেন অশিক্ষিত:

বইটি এমন একজনকে দেওয়া হয়েছিল যে পড়তে বা লিখতে পারে না (আমরা কীভাবে জানব? কারণ কুরআনে তাই বলে এবং তার শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত ছিল)।

3.এটি অপরিবর্তিত রয়েছে:

1400 বছর ধরে বইটি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নিজের চোখে দেখুন। "আমরাই যিকির (কুরআন)নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সংরক্ষণ করব" (কুরআন 15:9)

4.মনে রাখা সহজ:

বইটি মনে রাখা সহজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে এটি মুখস্থ করছে যদিও এটি একটি পেপারব্যাকের আকারের। "....মনে রাখা সহজ" (কুরআন 44:58)।

কোন বৈপরীত্য দ্বন্দ্ নেই এতে:

কোরানে কোন পরস্পরিরোধী বক্তব্য নেই, যদিও এটি 23 বছর ধরে নাজিল হয়েছিল। "তারা কি কোরান নিয়ে চিন্তা করে না, এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত" (4:82)

6. একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত মানবজাতি এবং জিন- প্রজাতি (অর্থাৎ আত্মা) একত্রিত হলে তারা এর মতো একটি বই তৈরি করতে পারে না। কোরানের অন্য একটি অংশে, ঈশ্বর বলেছেন যে তারা এর মতো একটি সূরাও তৈরি করতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্য। অতএব, ঈশ্বর আমাদের বলছে যে, কেউ কুরআনের মতো তিনটি বাক্যও তৈরি করতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জ 1400 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে! "এর মত একটি সূরা তৈরি করুন" (কুরআন 10:38)

7. মানুষকে পরিবর্তন করে কুরআনের শব্দগুলো মানুষের জীবন পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

8. অনন্য শৈলী এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে।

আরবী ভাষার শৈলী অনন্য এবং অনুলিপি করা যাবে না।

9. বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম এটি বৃহত্তম ধর্ম 1.6 বিলিয়ন অনুসারী তৈরি করেছে এবং এটি সবচেয়ে দ্রুত উৎপন্ন করেছে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

আপনি কি একমত যে কুরআন আসলেই একটি অলৌকিক মুজিযা?

ফেলিক্স:হ্যাঁ এটা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে →

আব্দুল্লাহ:আপনি যদি স্বীকার করেন যে কুরআন একটি অলৌকিক মুজিযা, তাহলে ইসা মাসীহ কে যেমন মুজেজার কারণে শিকার করতে হবে তেমনি কুরআনের মূজেজার

কারণে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মুহাম্মাদ সা: সত্য ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নবী।

## কথোপকথন : ৭

## বিষয়: বাইবেলে মুহাম্মাদ (স:)

উমার : আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাল হুদা। ভাই ভালো আছেন?

জ্যাক : জ্বী ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

উমার : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আচ্ছা ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

জ্যাক : হ্যাঁ করেন।

উমার : আচ্ছা ইসলাম সম্পর্কে আপনার কোন জানাশুনা আছে ভাই?

জ্যাক : যতটুকু জানি আপনাদের মুহাম্মাদ নামে একজন নবী আছে যিনি এই ধর্মের প্রবর্তক।

উমার : ভাই আপনি কি একটা মজার বিষয় জানেন যে, উনি (স:) শুধু আমাদের মুসলিমদের নবী না, উনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নবী? মানে আপনাদের, আমাদের, আরো যত ধর্মের মানুষ আছেন সবার নবী।

জ্যাক : উনি আমাদের নবী কেন হবে? আমরা তো খ্রিষ্টান। মুহাম্মাদ তো মুসলিমদের নবী। তাছাড়া উনিই তো ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আমাদের নবী কিভাবে হবেন?

উমার : এটাই তো আমাদের মাঝে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ভাই। আসলে আমরা বেশিরভাগ মুসলিমরাও এটাই মনে করি যে মুহাম্মাদ (স:) শুধু আমাদের নবী। আসলে বিষয়টা কিন্তু সত্যি না। আমি আপনাকে বলছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুর'আনে সূরা আল- আরাফ এর ১৫৮ নাম্বার আয়াতে মুহাম্মাদ (স:) সম্পর্কে বলেছেন, قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعَاۨ الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ‌ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

يُحۡيٖ وَ يُمِيۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِيِّ الۡاُمِّيِّ الَّذِيۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ অর্থাৎ - বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। ভাই আপনি কি জানেন মুহাম্মাদ (স:) এর কথা যে আপনাদের বাইবেলেও বলা আছে?

জ্যাক : কি বলছেন আপনি? মুহাম্মাদের কথা আমাদের বাইবেলে আছে??!!! আপনি যা বলছেন তার প্রমাণ দিতে পারবেন?

উমার : অবশ্যই ভাই। কেন পারবো না??!!! বাইবেলের Gospel of John : Chapter 16 - verse 12-14 এ বলা আছে 12 ‘তোমাদের বলবার মতো আমার এখনও অনেক কথা আছে; কিন্তু সেগুলো তোমাদের গ্রহণ করার পক্ষে এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

13 সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে তা তিনি তোমাদের কাছে বলবেন।

14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা বলি তাই তিনি গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।

এখানে ভাই সত্যের আত্মা বলতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (স:) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে উনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। আপনি কি জানেন কুর'আনে ৪৬ বার ঈসা (আ:) এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি আল্লাহ ঈসা (আ:) এর মাতার নামে অর্থাৎ মারঈয়াম (আ:) যাকে আপনারা মেরি নামে ডাকেন, তার নামে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন। অর্থাৎ উনার করা এই ভবিষ্যৎবাণী শেষ নবী মুহাম্মাদ (স:) এর সাথেই মিলে যাচ্ছে। আর ঈসা (আ:) তো বলেছেন যে উনি সত্যের পথে

পরিচালিত করবেন এবং নিজে থেকে বানিয়েও কিছু বলবেন না। তাহলে সব মিলিয়ে তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে উনি শুধু আমাদের না, সকল মানুষেরই নবী করেই আল্লাহ উনাকে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা আপনাকে আরো প্রমাণ দেই। আপনাদের Book of Deuteronomy : Chapter 18 - verse 18-19 এ বলা আছে - 18 আমি তাদের কাছে তোমার মতোই একজন ভাববাদী পাঠাব। এই ভাববাদী তাদের লোকদের মধ্যেই একজন হবে। সে য়ে কথা অবশ্যই বলবে সেটা আমি তাকে বলে দেব। আমি যা আদেশ করি তার সমস্ত কিছু সে লোকদের বলবে।

19 এই ভাববাদী আমার জন্যই বলবে এবং যখন সে কথা বলবে, যদি কোন ব্যক্তি আমার আদেশ না শোনে তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেব। এখানে ঈসা (আ:) এর পরেও যে আরেকজন নবী আসবেন সেটা সুস্পষ্ট ভাই। তাছাড়া Book of Isaiah : Chapter 29 - verse 12 এ বলা আছে, অথবা তুমি কাউকে বইটি দিতে পার, যে পড়তে পারে না। সেই লোকটিকে পড়তে বললে সে বলবে, “আমি এই বই পড়তে পারব না, কারণ কি ভাবে বইটি পড়তে হয় তা আমার জানা নেই। ঠিক এই কথাটিই মুহাম্মাদ (স:) বলেছিলেন জীব্রাঈল (আ:) কে, যখন উনাকে বলা হয়েছিল "তুমি পড়"। ভাই আশা করি আমি আপনাকে বুঝাতে পেরেছি মুহাম্মাদ (স:) শুধু আমাদের নবী নন, আল্লাহ উনাকে (স:) পৃথিবীর সমস্ত পথভোলা মানুষকে সঠিক পথের দিশার জন্য পাঠিয়েছেন এবং উনার আগমন বার্তা যুগ যুগ ধরে যত কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন সেগুলোতে উল্লেখ করেছেন যেন তাদের সত্য নবীকে চিনতে অসুবিধা না হয়। আশা করি ভাই আপনি ও ভুল করবেন না। অনেক কথা বললাম ভাই, ভুল হলে মাফ করে দিয়েন। আর আমার বলা কথা এবং প্রমাণগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করিয়েন ভাই। দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখিরাতের তুলনায়। তাই কি মানছি, কেন মানছি, কিভাবে মানছি এগুলো নিয়ে ভাবার জন্য একটু সময়তো বের করতেই হবে ভাই। ভালো থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিন।

জ্যাক : আচ্ছা ভাই। আমি আসলে এই বিষয়ে আগে কখনোই শুনি নি। আজই প্রথম শুনলাম। অবশ্যই আমি এটা নিয়ে ভাববো। আপনাকে ও অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বলার জন্য।

## কথোপকথন : ৮

## বিষয়: বাইবেলে রবের পরিচয়

উমার : আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাআল হুদা। ভালো আছো?

জ্যাক : হ্যাঁ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

উমার : আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছেন। কয়েকদিন থেকে একটা জিনিস ভাবছি ভাই।

জ্যাক : কি ভাবছেন?

উমার : ভাবছি যে, এক দেশে যদি দুইজন প্রধানমন্ত্রী থাকতো তাহলে কত ভালো হত। দুইজন ভাগ করে কাজ করলে দেশের উন্নতি বহুগুণ বেড়ে যেত। কি বলেন?

জ্যাক : এটা কি বললেন ভাই...!!!!! এরকম হয় নাকি? এরকম হলে উন্নতি তো হবেই না বরং এখন যতটা না বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তার থেকেও বেশি হবে।

উমার : কেন ভাই?

জ্যাক : আরে ভাই এক বনে দুই সিংহ একসাথে শাসন করতে পারে কি? দুইজন প্রধানমন্ত্রী হলে তো সবাই সবার নিজের মতামত অনুযায়ী কাজ করতে চাইবে। দেখা যাবে উনারা সব বিষয়ে একমত হতে পারছেন না, তাই সমস্যা আরো বাড়বে।

উমার : হুম কথাটা খারাপ বলেন নি অবশ্য। আচ্ছা ভাই আপনারা যে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেন তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব??

জ্যাক : আরে ভাই আপনি ভুল বুঝেছেন। আসলে এখানে পিতা বলতে ৩ খোদার ১ খোদা ঈশ্বরের মূল সত্তাকে বুঝায়। পুত্র বলতে ঈশ্বরের কালাম গুনকে বুঝায় এবং পবিত্র আত্মা বলতে পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুনকে বুঝানো হয়।

উমার : কিন্তু ভাই আপনার কথামত মূল খোদা তো একজনই হলো। আর ভাই খোদার তো গুণের অভাব নেই তাহলে শুধু এই কালাম গুণ আর জীবন ও ভালোবাসার গুণকেই কেন আলাদা সত্ত্বা হিসেবে খোদার সাথে অংশীদার করতে হবে?

জ্যাক : ভাই এভাবে তো আসলে কখনো ভাবি নি।

উমার : ভাই ভাবতে হবে। আমার ছেলে যদি আমাকে বাবা না ডেকে অন্য কাউকে বাবা ডাকে তাহলে সেটা কি আমি মেনে নিব? আমরা সাধারণ সৃষ্টি হয়েই আমাদের সাথে কারো শরীক করা মেনে নেই না, সেখানে সৃষ্টিকর্তা হয়ে আল্লাহ কিভাবে এরকম সত্ত্বাকে নিজের শরীক বানাবেন বলেন তো?? কুর'আনে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের অনেক সুন্দর বর্ণনা আছে জানেন?

জ্যাক : কি বর্ণনা?

উমার : কুর'আনের সূরা ইখলাস পুরোটাই আল্লাহর পরিচয় বহন করে। قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -اللَّهُ الصَّمَدُ -لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ -وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ : (হে রাসুল! আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই।

তারপর সুরাহ্ বাকারার ২৫৫ নাম্বার আয়াতে বলা আছে,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَاَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তার।

সুরা আনআমের ১০১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اَنّٰی یَکُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ صَاحِبَۃٌ ؕ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡم

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। কিভাবে তার সন্তান হবে অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

আবার সুরা আনআমের ১০৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

لَا تُدۡرِکُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَ هُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবহিত।

আবার সুরা আশ-শুরার ১১ নাম্বার আয়াতে বলা আছে,

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ مِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا ۚ یَذۡرَؤُکُمۡ فِیۡهِ ؕ لَیۡسَ کَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। দেখেছেন ভাই কুর'আনে খোদার কত সুন্দরভাবে সংজ্ঞা দেয়া আছে। আপনিই বলেন, সৃষ্টি আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কি কখনো এক হতে পারে? ভাই আমাদের সবার রব একজনই। যুগযুগ ধরে সমস্ত নবী রাসূলগণ আল্লাহর এই একত্ববাদের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন। যীশুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। উনিও আল্লাহর একজন নবীই ছিলেন যেভাবে ছিলেন মূসা, ইবরাহিম (আ:)এবং মুহাম্মাদ (স:)। আর উনিও রবের একত্ববাদের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন ভাই।

জ্যাক : আসলে ভাই এই বিষয়টা নিয়ে এত গভীরভাবে কখনো ভেবে দেখি নি। এটা নিয়ে আসলেই চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

উমার : জ্বী ভাই, আপনি বিষয়টা হালকা ভাবে না নিয়ে একটু ভাবুন। দরকার হলে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করুন। আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন। আজকে তাহলে আসি ভাই

জ্যাক : আচ্ছা ভাই। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর করে বুঝানোর জন্য। ভালো থাকবেন।

উমার : জ্বী ভাই ইন-শা-আল্লাহ। আল্লাহ আপনাকেও ভালো রাখুন।

## কথোপকথন :৯

## বিষয়: ত্রিনিটির পরিচয়

এলেক্স: আসসালামু আলাইকুম দাদা।

আব্দুল্লাহ: ওয়া আলাইকুমুসসাম মান ইত্তাবা আল হুদা দাদা।

এলেক্স: বহুদিন পর আপনার সাথে দেখা।

আব্দুল্লাহ: জী দাদা, ঠিক বলেছেন। আমি আপনার সাথেই দেখা করতে চাচ্ছিলাম। আল্লাহর রহমতে দেখা হয়ে গেল।

এলেক্স: তাই নাকি দাদা, তো চলুন বসে গল্প করি।

আব্দুল্লাহ: জী অবশ্যই। চলুন...

এলেক্স: তো বলুন দাদা,,, এত দিন পর কি করে মনে পরলো? কোনো বিশেষ কথা বলবেন কি?

আব্দুল্লাহ: খ্রিষ্টধর্মে ত্রিনিটি দ্বারা কি বুঝায় জানতে চাচ্ছিলাম।

এলেক্স: ত্রিনিটি দিয়ে বুঝায় পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

আব্দুল্লাহ: কিন্তু এরা তো পরস্পর আলাদা সত্তা। তাহলে কিভাবে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? কেননা আলাদা আলাদা সত্তার মন-মর্জি ও আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নয় কি?

এলেক্স: পিতা বলতে ৩ খোদার ১ খোদা ঈশ্বরের মূল সত্তাকে বুঝায়। পুত্র বলতে ঈশ্বরের কালাম গুনকে বুঝায় এবং পবিত্র আত্মা বলতে পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুনকে বুঝানো হয়।

আব্দুল্লাহ: পিতা যদি মূল খোদা ও হয়। তবুও যীশু কি ত্রিতত্ববাদের প্রচার করে গেছেন? আমি তো জানি আমাদের ইসা নবী ও পূর্বের নবীদের মতো এক উপাস্যে বিশ্বাস করার কথা বলে গেছেন।

**রেফা৫: গসপেল অব জন, অধ্যায় ৫, অনু ৩০:**

"আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

তিনি কখনো ত্রিনিটির কথা বলেননি।

এলেক্স: জী দাদা, মানে.....আমি তো জানতাম আমাদের যীশু ই বলে গেছেন। হয়তো জানার ভুল ছিলো।

আব্দুল্লাহ: তাহলে এখন তো বুঝেছেন যে ত্রিনিটির কথা যীশু বলে যান নি। কালের বিবর্তনে এসেছে।

এলেক্স: জী দাদা, আমার আরো জানতে হবে এ সম্পর্কে।

আব্দুল্লাহ: জী দাদা ইনশআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের জ্ঞান দান করুক। আমীন।

## কথোপকথন : ১০

## বিষয় : ত্রিনিটির অসারতা

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলাইকুম মান ইত্তাবা আল হুদা, ভাই।

মাইকেল: ওয়ালাইকুমুস সালাম ভাই।

আব্দুল্লাহ: ভাই আপনি তো খোদার তিন সত্তায় বিশ্বাস করেন,

আচ্ছা বলুন তো ভাই, ১+১+১ = ৩ হলে, ত্রিনিটিতে কিভাবে ১+১+১ = ১ কিভাবে হয়?

মাইকেল: ভাই.... ত্রিনিটি মানে হচ্ছে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিন সত্ত্বা মিলে এক।

আব্দুল্লাহ: ত্রিনিটি হলো খুদা-পূত্র-পরিকর্মা (পরমেশ্বর, ইসা, এবং পবিত্র আত্মা) এক খুদা মনে করা হয় এবং এদের মধ্যে একটি সুপ্রিম অস্তিত্ব হলেও এদের একে অপরের সাথে আদিরূপে মিশে নেই। ত্রিনিটি একটি দাবী বা ধার্মিক সিদ্ধান্ত এবং এটি ইসলামে মেনে নেওয়া হয় না।তাহলে, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ত্রিনিটির তিন সত্ত্বা থেকে এক হওয়া সম্ভব নয়।একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক। ধরুন, ৩ জন জময ভাইয়ের ১ জন যদি কাউকে হত্যা করে, তাহলে কি ৩ জনকে শাস্তি দেওয়া সমীচীন?

মাইকেল: জ্বী না।

আব্দুল্লাহ: তাহলে কিভাবে আপনারা পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে এক মনে করতে পারেন?

## কথোপকথন : ১১

## বিষয় : বাইবেলে ত্রিনিটির প্রমাণ

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলাইকুম ভাই।

জন : ওয়া আলাইকুমুসসাম দাদা।

আব্দুল্লাহ: ভাই,যদি আপনি এখন ফ্রী থাকেন তাহলে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

জন: জী অবশ্যই। বলুন...

আব্দুল্লাহ: জী প্রাণের ভাই, কিছু দিন ধরে কিছু কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই চিন্তা করলাম আপনার সাথে একটু শেয়ার করি। দেখুন ভাইজান আপনার আর আমার সাথে কত মিল। আমাদের আদি পিতা এক, আমাদের পয়গম্বরগণ ও এক। আমরা আর আপনারা আদম নবী থেকে শুরু করে ইসা নবী পর্যন্ত সবার উপরেই ইমান আনি। শুধু আমরা একজন নবীকে আপনাদের থেকে বেশি বিশ্বাস করি।

জন: জী দাদা। ঠিক বলেছেন।

আব্দুল্লাহ: কিন্তু দাদা,,, একটা জিনিস আমার বুঝে আসছে না। সব নবী তো একত্ববাদের মেসেজ দিয়ে গেছেন। তবুও আপনারা ত্রিতত্ত্ববাদে কেন বিশ্বাস করেন? আপনার কি আসলেই মনে হয় সৃষ্টি কর্তা একজন নয় তিনজন?

জন: আসলে দাদা..... এটা তো আমরা সাধারণ মানুষের বোঝার সাধ্য নেই। বাইবেলে আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। যেমন আপনারা কুরআনে যা আছে তা বিনা সংকোচে বিশ্বাস করেন।

আব্দুল্লাহ: কিন্তু দাদা, আমি তো বাইবেল নিয়ে স্টাডি করেছি। আমি জেনেছি বাইবেলে এর কোনো প্রমাণ নেই।

জন: কি যে বলেন দাদা,,,বাইবেলে না থাকলে কি আর খ্রিস্টানরা ত্রিনিটিতে বিশ্বাস করতো। অবশ্যই আছে।

আব্দুল্লাহ: না দাদা। আমি অনেক খুজেছি। বিভিন্ন লেকচার ও শুনেছি। আপনি চাইলে খুজে দেখতে পারেন। বাইবেলে শুধু ১ টা অনুচ্ছেদে পাবেন,

পুরাতন সংস্করে ১ম এপিস্টেল অব জন, অধ্যায়: ৫, অনুচ্ছেদ: ৭

"কারণ আকাশে তিনটি আছে যার সাক্ষাৎ হয়, পিতা, কথা, এবং পবিত্র আত্মা; এবং এই তিনটি একই."

তবে নতুন সংস্করে ৩২ জন উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ রা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ৫০ টি খ্রিস্টান সমগোষ্ঠী তা আবার সমর্থন করেছে।

তাছাড়া যিশু খ্রীষ্ট কি কখনো ত্রিনিটির কথা বলেছেন? কখনো বলেন নি।

**রেফা:1 গসপেল অব জন, অধ্যায় ১৪, অনু: ২৮।** "আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।"

**রেফা ২:গসপেল অব জন, অধ্যায় ১০, অনু ২৯:**

"আমার পিতা, যারা তাদের আমাকে দিয়েছেন, তারা সবচেয়ে বড়, এবং কেউ তাদের হাত থেকে বাইরে তুলতে পারে না।"

**রেফা ৩: গসপেল অব ম্যাথিও,অধ্যায় ১২, অনু ২৮:**

"আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়াই।"

**রেফা৪: গসপেল অব লুক, অধ্যায় ১১, অনু ২০।**

"কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের উঁচু দিয়ে অসুর বাইরে বহু হেঁটে দেই, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গিয়েছে অনুভূত হবে।"।

**রেফা৫: গসপেল অব জন, অধ্যায় ৫, অনু ৩০:**

"আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।"তিনি কখনো ত্রিনিটি বলেননি

যীশুকে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম নির্দেশ কি?

**রেফা: গসপেল অব মার্ক, অধ্যায় ১২, অনু: ২৯।**

তিনি বলেন,"প্রভু আমাদের প্রভু। তিনি কেবলমাত্র একজন।"

খ্রীস্টান চার্চ কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, পিতা ১ জন ব্যক্তি, পুত্র একজন ব্যক্তি এবং পবিত্র আত্মা ১ জন ব্যক্তি। কিন্তু ৩জন ব্যক্তি নয়। তারা ১ জন।

তাহলে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যীশু ও আমাদের একত্ববাদেরই দাওয়াত দিয়ে গেছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা বাইবেলের কথা-ই বিকৃত করে ফেলেছে। যার কারণে ত্রিতত্ত্ববাদ এর গোজামেল দিচ্ছে।

জন: তাই নাকি দাদা। আমি তো অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছি। পড়াশুনা করার প্রয়োজন ও মনে করিনি।

আব্দুল্লাহ: যা-ই হোক দাদা। আমার আপনাদের কথা ভেবে খুব খারাপ লাগে। আমরা একই পিতার সন্তান। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে কত বিভক্তি। আমি চাই আপনি সঠিক পথ সম্পর্কে জানুন।

জন: জী অবশ্যই দাদা, আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।

## কথোপকথন : ১২

## বিষয় : যীশুকে কি ক্রুশবিদ্ধ করা হয়?

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলাইকুম মান ইত্তাবা আল হুদা, ভাই। আমি জানতে চাই যীশুর ক্রুসিফাই হয়েছে এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন।

রোমিও: জী, দাদা। কিন্তু আমি এ সম্পর্কে কম জানি।

আব্দুল্লাহ: যেহেতু আমরা মুসলিম আর খীষ্টান উভয় পক্ষই যীশু খ্রীষ্টকে মানি,তাই আমি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিটা বলতে চাই,মুসলিম আর খ্রীষ্টানরা এ বিষয়টাকে কিভাবে মূলয়ায়ন করে।

মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা যদি বলতে হয়,তাহলে শুরুতেই যা বলতে হবে, তা হচ্ছে মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হল আসমানি কিতাব পবিত্র কুরান।আজকের বকতৃতার শুরুতেই আমি মহা পবিত্র কুরানের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম।পবিত্র কুরানের সুরা নিসার ১৫৭ আয়াত এটি।

“আর তারা (ইহুদিরা দম্ভ করে) বলেছে,”আম্বিয়া মরিয়মের পুত্র ঈসা যিনি একজন আল্লাহর রাসুল ছিলেন তাকে হত্যা করেছি।আর তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং ক্রুশ বিদ্ধও করেনি।বরং তাদের এরুপ বিভ্রম হয়েছিল।আর যারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করেছিল তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল এবং তাদের কোন জ্ঞান ছিলো না।শুধু অনুমানকেই অনুসরণ করেছে।এটা নিশ্চিত যে,তারা তাকে হত্যা করেনি। “

পবিত্র কুরানের এ আয়াতটা স্পষ্ট করে বলেছে যে, যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়নি।সুতরাং আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টী ভঙ্গি হচ্ছে,

“তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং ক্রুশ বিদ্ধও করেনি।”

“এটা র পর আমি বলতে চাই যে,আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি,খ্রীষ্টানদের বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নয়।বড়জোর এতটুকু বিশ্বাস করতে পারি যে, বাইবেলে এমন কিছু কথা থাকতে পারে যেটুকুকে আমরা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে ধরে নিতে পারি।তাছাড়া আপনারা

যখন বাইবেল পড়বেন তখন লক্ষ্য করবেন যে, উহাতে অবাস্তব গল্প,অশ্লীল কথাবার্তা বিদ্যমান আছে।কোনটির ভাষা এতই নংরা যে, কেউ যদি আমাকে হাজার টাকাও দেয় তবুও আমি সেসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারবনা।বাইবেলে এ ধরনের অশ্লীল কথা আছে।এছাড়া বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা বার্তা রয়েছে।যদিও আমি বিশ্বাস করিনা যে,বাইবেল ঈশ্বরের বাণী।তার পরও আমি বাইবেল দিয়েই প্রমান করতে চাই যে, যীশু খ্রীষ্ট আসলে কখনই ক্রুশবিদ্ধ হন নি।নিশ্চিত যে,তারা তাকে হত্যা করেনি। ”

বাইবেল দিয়ে, তখন সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক যীশুর কাছে এল। এই সদ্দূকীরা বলত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। তারা এসে যীশুকে প্রশ্ন করল,(Luke: Chapter 20:27)‘

গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন যে নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে। (Luke: Chapter 20:28)

এরকম একজন যাঁরা সাত ভাই ছিল, তাদের প্রথম ভাই বিয়ে করার পর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। (Luke: Chapter 20:29)

দ্বিতীয় ভাই তখন সেই বিধবাকে বিয়ে করল। (Luke: Chapter 20:30)

পরে সেই স্ত্রীও মারা গেল। (Luke: Chapter 20:31)

এরপর তৃতীয় ভাই, এইভাবে সাত ভাই-ই একজন স্ত্রীকে বিয়ে করল আর তারা সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। (Luke: Chapter 20:32)

এখন পুনরুত্থানের সময়ে সে কার স্ত্রী হবে, কারণ সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল?’ (Luke: Chapter 20:33)

তখন যীশু তাদের বললেন, ‘এই যুগের লোকেরাই বিয়ে করে আর তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।(Luke: Chapter 20:34)

কিন্তু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আগামী যুগের য়োগ্য বলে যাদের গন্য করা হবে, তারা বিয়ে করবে না বা তাদের বিয়ে দেওয়াও হবে না। (Luke: Chapter 20:35)

তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। (Luke: Chapter 20:36)

যা আত্মিক তা প্রথম নয় বরং যা জৈবিক তাই প্রথম; যা আত্মিক তা এর পরে আসে। (1 Corinthians: Chapter 15:46)

উপরে বলা হয়েছে তারা মৃত্যু বরণ করে তাদের বিবাহ হবে না কারণ তারা আত্মা। আর আত্মাদের খাওয়ার খাওয়ার প্রশ্নই আসে না।এবং তাঁরা যখন এসব কথা তাদের বলছেন, এমন সময় যীশু তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক্!'(Luke: Chapter 24:36)

কিন্তু তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন বোধ হয় কোন ভূত দেখছেন। (Luke: Chapter 24:37)

কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত অস্থির হচ্ছ কেন? আর তোমাদের মনে সন্দেহই বা জাগছে কেন?(Luke: Chapter 24:38)

আমার হাত ও পা দেখ, আমার স্পর্শ করে দেখ, আত্মার এইরূপ হাড় মাংস থাকে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আছে।'(Luke: Chapter 24:39)

এই কথা বলে তিনি তাঁদের হাত ও পা দেখালেন। (Luke: Chapter 24:40)

তাঁদের এতই আনন্দ হয়েছিল ও য়ে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি?(Luke: Chapter 24:41)

তাঁরা তাকে এক টুকরো ভাজা মাছ দিলেন। (Luke: Chapter 24:42)

তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের সামনে খেলেন।(Luke: Chapter 24:43)

এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন , তিনি পুনরুত্থিত হন নি এবং তিনি আত্মা ও নয় । তিনি রক্তমাংসের মানুষ। আর তাই তিনি খাবার গুলো তাদের সামনেই চিবিয়ে খেলেন। পুনরুত্থান না থাকলে ক্রসিফিক্সন না থাকলে , খ্রিষ্টান ধর্ম ও থাকবে না।

আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তাহলে তো আমাদের সেই সুসমাচার ভিত্তিহীন, আর তোমাদের বিশ্বাসও ভিত্তিহীন।(1 Corinthians: Chapter 15:14)

আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই।(1 Corinthians: Chapter 15:17)

রোমিও: জী দাদা, আমি আপনার যুক্তি বুঝতে পেরেছি।ধন্যবাদ। আমি এ বিষয়ে আরো গবেষণা করবো আশা রাখি।

আব্দুল্লাহ: আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া, আমার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনার জন্য ভাই। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিন,আমীন।

## গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ:

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সম্মানজনক কথোপকথনের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বোঝাপড়ার প্রচার অপরিহার্য। ইসলামে দাওয়াহ, অন্যকে ইসলামে দাওয়াত দেওয়ার কাজকে বোঝায়। খ্রিস্টান বা অন্য কোনো বিশ্বাসের সদস্যদের সাথে কথোপকথনে জড়িত হওয়ার সময়, সম্মান, সহানুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং বোঝার জন্য সত্যিকারের ইচ্ছার সাথে কথোপকথনের কাছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু সুপারিশ আছে:

- খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন :

আলোচনায় জড়িত হওয়ার আগে, খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানতে সময় নেয়া। তাদের বিশ্বাস, অনুশীলন এবং তাদের বিশ্বাসের মূল নীতিগুলি বোঝা। এটি আরও তথ্যপূর্ণ এবং সম্মানজনক কথোপকথন করতে সক্ষম করবে।

- কমন গ্রাউন্ডে ফোকাস করা:

ভাগ করা মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উপর জোর দেয়া। ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম উভয়ই সাধারণ নীতিগুলি ভাগ করে, যেমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, সহানুভূতির গুরুত্ব এবং নৈতিক আচরণ। এই অভিন্নতাগুলিকে হাইলাইট করা আরও ফলপ্রসূ সংলাপের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

- সম্মানজনক শ্রবণ:

সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টানদের উদ্বেগ, বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা শোনা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আরও গঠনমূলক কথোপকথনের দরজা খুলে দেয়।

- সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা:

ধর্মীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করার সময়, বিভিন্ন পটভূমির লোকেদের কাছে বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। এটি ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সাহায্য করে এবং পরিষ্কার যোগাযোগের সুবিধা দেয়।

- সাদৃশ্যকরণ দিয়ে ব্যবধান সেতু করা:

ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম উভয়ই কিছু সাধারণ ধর্মগ্রন্থ শেয়ার করে, যেমন ওল্ড টেস্টামেন্ট। এই ভাগ করা পাঠ্যগুলি উল্লেখ করা আলোচনার একটি ভিত্তি প্রদান করতে পারে এবং বোঝাপড়া তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

- দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা:

খ্রিস্টান বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করার পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষাগুলিকে ইতিবাচক আলোকে উপস্থাপন করার দিকে মনোনিবেশ করা। দ্বন্দ্বমূলক না হয়ে সহযোগিতামূলক আলোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে।

- প্রামাণিক সম্পদ সরবরাহ করা:

খাঁটি ইসলামী সম্পদ এবং সাহিত্য শেয়ার করতে হবে যা ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। এটি ভুল ধারণা দূর করতে এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানে সহায়তা করে।

- যৌথ সম্প্রদায় পরিসেবায় নিযুক্ত হওয়া:

এমন প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা করা যা ব্যাপকভাবে সম্প্রদায়ের উপকার করে। যৌথ সম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত হওয়া বোঝার উৎসাহ দেয় এবং কর্মে ভাগ করা মূল্যবোধ প্রদর্শন করে।

- উন্মুক্ত সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ:

উন্মুক্ত সংলাপের সুযোগ তৈরি করা যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা একটি সম্মানজনক পরিবেশে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে পারে। এটি আন্তঃধর্মীয় ফোরাম, কর্মশালা বা সেমিনারের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

- নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করা:

নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে খ্রিস্টধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত করতে হবে। এই জ্ঞান তাদের জ্ঞাত এবং সম্মানজনক কথোপকথনে জড়িত হতে সজ্জিত করবে।

মনে রাখতে হবে দাওয়াহের লক্ষ্য হলো ইসলামের বাণীকে ইতিবাচক এবং আমন্ত্রণমূলকভাবে শেয়ার করা, তর্ক বা বিতর্কে জড়ানো নয়। বোঝাপড়ার সেতু নির্মাণ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও সুরেলা সহাবস্থানে অবদান রাখতে পারে।

## উপসংহার

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এদেশের মানুষ আকীদাগত জ্ঞান এখনো ঠুনকো বলা চলে। অধিকাংশ মানুষের ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান না থাকায় তারা সহজেই খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠনের ধুম্রজালে আটকা পরে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করছে। এ থেকে সাধারণ জনগনকে রক্ষা করা আমাদের শিক্ষিত ও অনুলীনকারী মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক।  এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আশা এখন সময়ের দাবী।

## তথ্যসূত্র


- Christian Church Women: Shapers of a Movement। Chalice Press। মার্চ ১৯৯৪। আইএসবিএন 978-0-8272-0463-8। সংগ্রহের তারিখ ১৮ অক্টোবর ২০০৭। In the central provinces of India they established schools, orphanages, hospitals, and churches, and spread the gospel message in zenanas.
- "Christian Traditions"। Pew Research Center's Religion & Public Life Project। ১৯ ডিসেম্বর ২০১১। About half of all Christians worldwide are Catholic (50%), while more than a third are Protestant (37%). Orthodox communions comprise 12% of the world's Christians.
- "Status of Global Christianity, 2019, in the Context of 1900–2050" (পিডিএফ)। Center for the Study of Global Christianity।
- ঝাঁপ দিন:[ক] [খ] Peter, Laurence (২০১৮-১০-১৬)। "Orthodox Church split: Five reasons why it matters"। BBC News (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০১-২৪।
- "Christian persecution 'at near genocide levels'"। BBC News (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৯-০৫-০৩। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০১-২৪।
- "Persecution of Christians 'coming close to genocide' in Middle East – report"। the Guardian (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৯-০৫-০২। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০১-২৪।
- "One in three Christians face persecution in Asia, report finds"। the Guardian (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৯-০১-১৬। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০১-২৪।

- Zoll, Rachel (১৯ ডিসেম্বর ২০১১)। "Study: Christian population shifts from Europe"। Associated Press। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- "The Global Religious Landscape"। Pew Research Center। ডিসেম্বর ২০১২। ১৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ নভেম্বর ২০১৮।
- 33.39% of ~7.2 billion world population (under the section 'People') "World"। The World Factbook। CIA। ৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ জুলাই ২০১৪।
- Tacitus tells about this in his Annales: Perseus-Project: Annales 15,44 ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে In the passage, Tacitus talks about the burning of Rome, which Nero attributed to the Christians: Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular.
- "BBC - Religion & Ethics - 566, Christianity"। BBC। ২০১৭-০৮-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১০-০১।
- McGrath, Christianity: An Introduction, p. 4-6.

- Robinson, Essential Judaism: A Complete Guide to Beliefs, Customs and Rituals, p. 229.
- Esler. The Early Christian World. p. 157f.
- McManners, Oxford Illustrated History of Christianity, p. 301-303.
- বাংলাদেশ খ্রীষ্টমন্ডলী - যেরোম ডি' কস্থা, বাংলার চার্চের ইতিহাস- ডেনিস দীলিপ দত্ত, বাংলাদেশ আদমশুমারি-২০০১, ওয়ার্ল্ড খ্রিষ্টিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়া ও দি ক্যাথলিক ডিরেক্টরি অব বাংলাদেশ-২০১১।
- https://thegreatestnation.wordpress.com


---


এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111556719/